বাড়িঘর অনেক দূর

রথীন কর

বাতিঘর অনেক দূর

বাতিঘর অনেক দূর

রথীন কর

Batighar Anek Dur
A Collection of Bengali Poems by
Rathin Kar

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ২০১৭

প্রকাশক
রাজীবলোচন ভট্টাচার্য
কৃষ্ণসীস প্রকাশন, দুর্গাপুর ১৩

নির্মাণ ও মুদ্রণ
কৃষ্ণসীস প্রকাশন
যোগাযোগ : ৯৯৩২৪০৭১১৮

প্রচ্ছদ
শ্যামল জানা

৮০ টাকা

কবি সুবীর ঘোষ

ও

কবি উদয়ন ভট্টাচার্য

সুহৃদ্‌জনেষু

অন্যান্য গ্রন্থ

উঠোন জুড়ে বনতুলসী (কাব্যসংকলন) ১৯৮৩
তোমার ভ্রূভঙ্গো ফুল ফোটে (কাব্যসংকলন) ২০০১
চতুষ্কোণ (কাব্যসংকলন) ২০০২
আমারে তুমি অশেষ করেছ (কাব্যসংকলন) ২০০৫
ভেসে ওঠে প্রতিবিম্ব (কাব্যসংকলন) ২০০৮
প্রবন্ধ সংকলন : বিবিধ প্রসঙ্গ (২০০৯)
ভৌতিক ও অন্যান্য (শিশু-কিশোর সাহিত্য) ২০১০
ধুলোয় মেখেছি সুখ (কাব্যসংকলন) ২০১০
বিষাদ কর্নেট বাজে (কাব্যসংকলন) ২০১১
তোমাতেই বহ্নিমান (কাব্যসংকলন) ২০১২
Moments' Monuments (Poems) ২০১৪
মৃদুল রোদ্দুরে একা (কাব্যসংকলন) ২০১৫

সূচি

তৃতীয় নয়ন

মাটির খাঁজে খাঁজে স্বপ্নবীজ
বীজ মানে জীবনের গান—
জল পড়ে
বৃষ্টি ঝরে
মাটির আঁচল বেয়ে
চারপাশে মন ভালো করা আলো
বাতাসের আলোয়ান জড়ানো

মাটির খটখটে শরীর
রসবন্ত হয়ে ওঠে
মাটি আঁকি কথা বলি
আনাড়ির আঁকিবুকি
মায়ের আঁচলে

ছুটে আসছেন মা
যোজন যোজন
মেঠোপথ ...
আহা কতদিন
খরার জেরে মায়ের বুকে
দুধ ছিল না
শুকনো স্তন চুষতে চুষতে
রক্তক্ষরণ
ক্ষরণ ...

আমাদের সমস্ত কলঙ্ক বুকে
নিয়ে মায়ের তৃতীয় নয়নে
অনন্ত অলীক বিভা।

চাঁদের ঘরবাড়ি

সাঁই সাঁই উড়ে যায়
বারুদ বিমান
হিরোসিমার তেজস্ক্রিয় অগ্নিপ্রভা এখনো
প্রজন্ম-মিছিলে
আবিশ্ব আণবিক বিস্ফার
চালকহীন উড্ডুক্কু বোমারু
সব কিছুই
শান্তি প্রয়াসে !

হেমন্তের হলুদে পাকা গোধূমে
নবান্নের আশায় নিরন্ন
কৃষক বুভুক্ষু গ্রামে।

শান্তির শ্বেত পারাবত উড়িয়ে
কপট জাল বিছিয়ে
তাকে ধরে আনো পিঞ্জরে
'উনো'র শান্তি প্রস্তাব নথিবন্ধ
ইস্পাতের শীতল নলের মুখে
পোপের প্রার্থনা উড়ে যায়
আগুন পাখির ডানায়।

পদ্মপাণি বুদ্ধ একা
অর্ধ নিমীলিত আঁখি
অবলোকিতেশ্বর
শান্তিকল্যাণ হয়ে আছেন

চিতাভস্ম উড়ে গেলে মানবিক উঠোনে
কুসুমবিকাশ চিরজীবী
একদিন গান আর কবিতায়
ভরে উঠবে চাঁদের ঘরবাড়ি।

সৃজন

এই হাতে অলীক তূর্য
এই হাতে বরাভয়
এই হাত ইস্পাত কঠিন
এই হাত জয়স্তম্ভ

এই হাত দুর্জয় কারিগর
নিমেষে সৃজন
করে সভ্যতার ইমারত
শিল্পের বাতিঘর

হাত রাখো এই হাতে
যৌথ যাপন প্রয়াসে

জানালায় পথ হারানো
প্রজাপতি
জাগতিক ক্লেদ শুষে
নিয়ে উড়ে যায় অনন্তে

এই দু'হাতে শস্য পরিক্রমা
জীবনের সালংকারা প্রতিমা।

অবোধ শূন্যতা

সব পাখি উড়ে গেলে
চারিদিকে নির্বোধ শূন্যতা
যাব আর কোথায়
এই অনন্ত শূন্যতা ছেড়ে

রয়ে যাবে সব কিছু যেমনটি আছে
পোকাধরা বইয়ের তাক
দরজায় হাতের আঁচড়
প্রথম প্রেমের হলুদ হয়ে যাওয়া চিঠি
বিশ্বাসহীনতার পাংশুটে স্মৃতি

উঠোনে— হাঁড়িতে
ফুটছে ভাত, সাদা পাথরকুচির
মতো পবিত্র অন্ন
নাচছে কলাপাতার থালে
গোল হয়ে বসে উদোম কিছু ছেলে—
অভাবী অন্নগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে তৃতীয় পৃথিবীর
কুটিরে অযত্নের দেয়ালে।

যেমনটি আছে হয়তো রয়ে যাবে সব কিছু।
সমুদ্রের মুক্তো
ফুলের সুবাস বিকোয়
'ক্রিস্টি'র নিলামখানায়
ভালোবাসা দীর্ঘদিন অর্থকরী
বিপণন বাজারে

অবোধ শূন্যতায় বসে থাকি
গৃধ্র সমাবেশে।

স্বদেশ

কলরোল বন্ধ করো
বধির হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ

সমাজ এগিয়ে চলে
'হোয়াটস্ অ্যাপে'

'ওয়েলেক্সে' বেচে দাও
বেচে দাও যা কিছু পুরোনো
সমাজ সংসার
আসবাব বাড়ি হাতঘড়ি
রবীন্দ্রগানের সিডি
কবিতার খাতা
অসহায় স্বাধীনতা
সব— সব—

পাতাছেঁড়া মানচিত্রে
শুয়ে থাকে বিবস্ত্র স্বদেশ আমার।

স্বয়ংবরা

স্বয়ংবরা হয়েছ চমকে চমকে
সবুজ ফিরোজার বর্ণচ্ছটা
চিত্রপটে আঁকা
মধুর ছবির অক্ষরবৃত্ত।

কতটুকু বুঝি
হৃদয়ের ইস্তাহার
সামান্যই লাবণ্য
বাকিটা
শুধুই 'আয়লা'

সবকটা জানালা
খুলে দাওনা
প্রমত্তমরণে
চাঁদভাঙা চৈত্রবনে।

আদিম

আজকে সকাল বেলা দু'চার পশলা
শিউলিডালে পোখরাজ দু'চার ফোঁটা

শান্তি সংঘের মাঠে সারাদিন
নবীন চালতা বুকে রাতদিন
খুঁজে ফেরো আকাশ
খুঁজে ফেরো বাতাস
হাজামজা ডোবায় ডুবে যায় ফ্যাকাশে চাঁদ
অচিন জলস্রোতে এগিয়ে আসে
আদিম শোণিত অদেখা আড়ালে

তোমার কথায় জলে নামলাম
কূল কই, জল থইথই পথ হারালাম
বিষাদসন্ধ্যায় দানবচর্চা

আস্তাকুঁড় হয়ে ঘরে ফেরো মেয়ে
আর যেয়ো না অসহ কালীদহে
দিনশেষের নিঃসীম প্রদাহ
কুমারী কঙ্কালে মলিন প্রবাহ

মরচে পড়া পুরোনো লোকজন অদূরে
খানিকটা গল্পের গন্ধে নড়ে ওঠে ...

সমূহ শিকড়

তোমার জন্য মৃত্যুমুখে
বেঁচে আছি
বাসনা তোমার
সতত উড়ান ...

অনচ্ছ উড়ানে
ভাসো
অঙ্গারাগ
লাস্য
চমক
গমক
প্রদর্শনী

মরতে মরতে তোমার জন্য
বর্ণমালা
শব্দের
বোধের
কল্পবৃষ্টি

মরতে মরতে তোমার জন্য
মরতে মরতে
সমূহ শিকড়।

আয়না

আমাদের হাসি ও কান্না
আমাদের হাসিকান্না
আমাদের দিনগুলি
আমাদের রাতগুলি
শুকনো উঠোনে
পাখিদের ডানায়
চাঁদের দুধেল আলোয়
অক্লেশে মিশে যায়

আঁচলে বেঁধে রেখেছ
সহস্র পুরুষকে
উগ্র কোলাহলে উড়ে যায়
অভিমানী পাখি

সমুদ্রের ফেনা শরীরে মেখে
মৎস্যকন্যা হয়ে বসে আছ
একা ধূসর দ্বীপে

বাতিঘর অনেক দূর

তোমার ঘরে কি সত্যবদ্ধ আয়না আছে?

হিমরাত

পুরোনো গাব গাছ ছেড়ে
উড়ে গেল চৌকিদার প্যাঁচা
প্রবীণ পেয়ারার ডালে
ঝুলন্ত নিম্নমুখী বাদুড়
গৃহস্থের চামচ মুখে নিয়ে
ঘুমিয়ে ভূশণ্ডি কাক

টুপ করে ডুবে গেল কবিদের চাঁদ
ঝিঁঝিদের জলসায়
বিটুমেন অন্ধকার
আমাদের হিমরাত
নতজানু অচিহ্ন জীবনে

ডানকুনি 'রেল-ইয়ার্ডে' মালগাড়ির 'শান্টিং'
শেষ লোকালে শুয়ে সারি সারি দেহলতা
রেকগুলো অবসন্ন দীর্ঘশ্বাসে
চলে যায় কারশেডে।

আঘাত

অন্তরতূণে রেখেছ তির্যক বচন বাণ
গভীর প্ররোচনার হেলাফেলা অপমান
দগদগে পেকে ওঠে
অমর্যাদার আঘাত
আনকথার অসম্মানে জেগে থাকে
হতমানী ক্ষত

সম্পর্কগুলি পোশাক বদলের খেলায়
মেতে ওঠে
অসম্মান লেপটে থাকে
সম্পর্কের গূঢ়তায়

দ্যাখো এক বিষাদ পুরুষ হেঁটে যায়
দ্যাখো এক শিল্প শরীর হেঁটে যায়
তার নিজস্ব চেতন সত্তায়।

মানসীমুদ্রায়

এসেছ কোন সুদূরের মোহনা থেকে
জীবনের সংলাপ বয়ে
হারিয়ে যাওয়া কথামালা জেগে ওঠে

এলোচুলে সমুদ্র ছাপ
স্নানের ঘ্রাণ ছড়িয়ে
বিষণ্ণ বাতাসে
দুঃস্বপ্নের অন্ধকার বাতায়নে

অলীক পাখায় ভর করে
উড়ে আসে নতুন প্রাণের গান

বিষাদের ভ্রান্তি-বিলাস

দু'চারটে ঢেউ ভাসিয়ে দিই
মানসীমুদ্রায়।

বাঘটা

শেষমেশ বাঘটা
বাঘটা শেষমেশ
মাতলা নদী পেরিয়ে
ঘুমভর্তি ক্যানিং লোকালে
শ্যালদা ইস্টিশনে

নদীতে এখন মাছ গেঁড়ি-গুগলির অভাব
গেরস্থরা আজকাল তেমন ছাগল পোষে না
গোয়ালে জার্সি গোরু— মশারি টাঙিয়ে
তাদের দিকে তাক করলেই
গ্রামের মানুষেরা
লাঠিসোঁটা নিয়ে তাড়া করে
সুখ নেইকো মনে
মোটেই সুখ নেইকো মনে

বাঘিনিরা আজকাল
টপ জিন্‌স পরতে ভালোবাসে
চুমুটুমু খেতে গেলে
শ্লীলতাহানির ভয় দেখায়
হরিণীরাও দৌড়ে পালায়
বনকর্মীরা গলায় কী সব পরিয়ে দিয়েছে
পরাধীন পরাধীন অ-স্বাধীন জীবন

বাঘটা সায়েন্স সিটিতে
মহাকাশ ঘুরে এল, ভলভো বাসে যাদুঘর।
নিজের কঙ্কাল দেখে থমকে গেল
এই কি জীবন!
নগরীর ঝিকিমিকি লোকজন
মিটিং মিছিলে মহাকাল
গুটিগুটি এগিয়ে আসছে।

গেরস্থের ফেলে দেয়া অনাদর

হোটেলের উচ্ছিষ্ট
মামার চম্পাবরন রঙে ছ্যাতানো শ্যাওলা

ঘুরতে ঘুরতে
ঘুরতে ঘুরতে
মনোহারিণী হাতের এঁটোকাঁটা
ওলটানো দুটি দুধের বাটি
দেহের আঠায় আটকে যাওয়া বাঘটা
দেখতে দেখতে
দেখতে দেখতে বেড়াল হয়ে গেল ...

আলগোছে

তুমি হাওয়ায় মেলে দিলে ডানা
এলোমেলো নির্বিন্ধ সময়ে
বাতাসে কত-না রজনীমগ্নতা
উদাসীন তাকে তোলা থাকে ভালোবাসা

সন্ধ্যারাগে শুধু অন্ধকারের ইশারা
শাঁখ বাজে না সন্ধ্যারতির লগ্নে
অথচ আকাশে ছিল বিরল কথকতা
যোগ-বিয়োগের অঙ্কে আটকে থাকে ভালোবাসা
তুমি চলে যাও নির্বিন্ধ সাঁকো পেরিয়ে

ভালোবাসার যাওন নাই
কেবল আহেন গিয়া।

পূর্ণলিপি

অসীম বিশ্বের দিকে তাকিয়ে
অনিকেত দিশাহীন অচিহ্ন পথ
বস্তুবিশ্ব আঁকড়ে ধরে
পিছুটানে আসক্তির খাঁচা

নিতান্ত অক্ষম আমি
ঘাটে আঘাটায়
ঘোলা জল খেয়ে বেড়াই
সূর্যপ্রণাম সেরেই
পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ি
পুতুল নিয়মে

অলীক হাওয়া ঘোরায় উজান—
খুঁজতে থাকি
ঘাসের মধ্যে ঘাস
ধুলোর মধ্যে ধুলো
বালির মধ্যে বালি

ওই তো সুজাতা দাঁড়িয়ে আছে
পরমান্ন হাতে

মৃদঙ্গের তালে
অনাসক্ত পরিভাষার পূর্ণলিপি।

কুয়াশা প্রহরে

দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ—
মাণ্ডবী এক্সপ্রেস চলে গেল
হরিণী মেজাজে
হৈ-হৈ 'জেন ওয়াই'
ক্যালাংগুটেতে
কাল 'টি টোয়েন্টি' যৌনতা।

তৃতীয় বিশ্ব কি পিছিয়ে পড়ছে?
নাহ্! প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বের
পোশাকহীনতা ছড়িয়ে পড়ছে
মানভূম বা মদেশিয়া মহলে

চালশেপড়া চোখে
মরু পথিকের বেঠবেগারি

তাসমানিয়ার উপজাতিরা কি
নিজেদের ভাষা বিলিয়ে দিয়েছে
বিলাসীবালার অশ্রুডানায়?

আগুন ঘিরে নাচছে
স্বর্ণস্তনী পূজারিনি কুয়াশা প্রহরে।

রাত্রিময় প্রতীক্ষায়

অনেক রাত্রিময় রোদ্দুর
তোমার প্রতীক্ষায়
অনেক অভিমানী প্রহর
তোমার প্রতীক্ষায়

সাপের লেজে পা রেখেছ
হেলে ঢোঁড়া দাঁড়াশ নয়
অনন্ত অজগর
হাঁ করে গিলছে
তোমার মাছি-পিছলানো শরীর
গিলছে, গিলে খাচ্ছে
রঞ্জিত ওষ্ঠ, বাহুমূল
চর্চিত মেধা ও মনন
তীব্র সম্মোহনে।

অনন্ত অজগর

অনন্ত রাত্রি

রাত্রিময় প্রদাহ

'হামারি দুঃখের নাহি ওর।'

মহড়া

ঘুমঘোরে কাটালি সময়
রাজা এসেছিল ঘরে
রাজা
রথের ঘর্ঘর লালশালু পাইক
ভেঁপুর সংরাব তালকানা মাইক
হাতের নাগালে রাজা
চাইলেই নজরানা
বোকার হদ্দ ঘুমিয়ে
কাদা

রাজা তো গেলেন চলে
ধূসর ধুলোর আড়ালে
রাজার বাড়ি
রাজার বাড়ি
কতদূর
হাজার কড়ি
সোনার চাবি
যতদূর
ভাতের হাঁড়ি চালের ডিবা
ভোঁ ভাঁ
জঠর খালি খিদের জ্বালা
সব কিছু
খাঁ খাঁ

উপুড় হয়ে রইলি পড়ে
পথভোলানো পথের বিছানায়
পেছন দিকেই এগিয়ে চলিস
নেই যুদ্ধের মহড়ায়।

অনুস্মৃতি

কয়েকটি জলতিতির
ঝিলের স্তিমিত বলয়ে
উড়ে যায়
অজানা ঠিকানায়
ঢেউ ভাঙে জলে ...

সন্ধ্যামগ্ন যুবক যুবতী
তীরে বসে ...
ঢেউভাঙা চঞ্চলতা
অজানা সমুদ্রে

আমার আচ্ছন্ন ভীরুতায়
মৃদুভাষ আবর্তন
নির্দায় উদাসীনতায়
তোমার উজ্জ্বল স্থাপত্য

নষ্ট ফসলের দুঃখময় অনুস্মৃতি।

গল্পটা

একটা গল্প তৈরি হল
গল্পটা মানুষকে নিয়ে
পৃথিবী তার উষ্ণতা হারাবার
অনেক অনেক দিন পরে
এল অ্যামিবা, প্রথম প্রাণী
টিপিস টিপিস করে
মানুষ এসে পড়ল
মানব-মানবী— বংশবিস্তার
চাষ-আবাদ লাঙল জমিজিরেত

ভাষা তখন আঙুলে
আলতামিরা ভীমবেটকা ছেনিবাটালির
পেলব মন্ত্রে

প্রমিথিউস নিয়ে এলেন আগুন
ঝলসে ওঠে জীবন পাথরে পাথরে
মানুষী কল্যাণে

ভাষা নিয়ে এল নির্মাণ
জাদুকরি মোহ কলতান

ক্রমে ক্রমে শিল্প কলকবজা ধোঁয়া
মাৎসর্য বিস্ফার
বিষণ্ণ চতুরতায়
অস্থিত কুলটা সভ্যতা
আমাদের আদরের ঘড়িগুলি
কঙ্কাল হয়ে জ্বলতে থাকে
চৌখুপি ইস্পাতে
স্বল্পবসন মলের খাঁজে খাঁজে

ধ্বংসবিলাসী আগুন
দুঃসহ বিনিময় প্রথায়

স্রোতভ্রষ্ট নদী জানে শুধু
ইন্দ্রিয় নির্ভরতা
মন্থর পর্যটন ভেসে যায় অপ্রিয় সংলাপে

গল্পটা চলতে থাকবে ...

জীবাশ্ম পড়ে থাকে

কেন এই অলীক প্রবাস?

গ্রামের পথ
ধানের জমি
উর্বর বসতি।

কেন এলোমেলো বিভীষিকা?

উজান গাঙের ধারে
নতুন বন্দর
কপোতকপোতী

পরিত্যক্ত রাজবেশ
জীবাশ্ম পড়ে থাকে
অনন্ত অবসরে
তোমার টুকরো কথার রেশ

জল থেকে জন্ম নেয় মেঘের বলয়
টুকরো টুকরো মেঘগুলি বৃষ্টির আশ্লেষে
দুজনের ব্যবধান আকাশের কাচে—

ইন্দির ঠাকরুনের মতো
নিঃসঙ্গ বিকেলে
আবার জামা পালটালে
তুমি ...

পর্যটন

'বাইনো'-দৃষ্টিতে পর্যটক
উরু জলাপাহাড় থেকে
নেমে আসছে
সুরতি নারীরা টাট্টুর পিঠে
ছিলাটান ছোবল—

পয়োধর-লালিত রাতের
অন্দরে লোভের শরশয্যা
সেতুর আড়ালে কারা
সজীব সমঝোতায়
ক্ষণিক মাদুর বিছানো উৎসব
পেশাদারি মায়াজাল

মাথেরানে নীরজাঃ জরতীরা
স্পন্দমান ঘোটকের সন্ধানে

গড়জঙ্গালের টিলা সাজছে অনন্ত বসন্ত উৎসবে

উদাসী অ্যালবাম

এখন আর মনে পড়ে না
আর মনে পড়ে না
কী কথা
বলেছিলাম অচিহ্ন ভাষায়
তুমিও কিছু বলেছিলে
চোখের পাতায়—
পুরোনো সে সব কথা
ভিড় করে
ভিড় করে আসে
অন্তরমহলে

এখন মাছিরা ভনভন করে
তোমার খোলা জানালায়
অকৃপণ বিলিয়ে চলেছ
করুণাধারা
ইতরজনায়

লালকেল্লায় সন্ধ্যা নামছে
জাফর খাঁর বিষাদ গজলে
রাতছায়া
ছুঁয়ে যায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
সম্পর্কের সহজিয়া ভাষা

আমিও উদাসী
পাতাঝরা অ্যালবামে

মায়াশূন্যে

তুমি নও
তোমার সাজানো কথাগুলি
শুয়ে থাকে
পাশে
সযতনে শব্দগুলি অতিক্রম
করে পৌঁছে যেতে চাই
তোমার সুগন্ধি বাহুমূলে
পড়ে থাকে যাপনের আবর্জনা
অবতল শোকে

রাতচোয়ানো শিশির
খেয়ালি প্রজাপতি মদির
চিত্রমালা এঁকে যায় অনন্তে

রাতেব আকাশ থেকে
খসে পড়ে
বিশাখা শ্রবণা

অবয়বহীন—
ধীরে ধীরে জেগে ওঠো রূপে
স্তব্ধতার মায়াশূন্যে

ধ্বংসকালীন

হারিয়ে গেছে পাখপাখালি
বারুদ দুপুরে ঘুঘুর প্যাচালি
অবুঝ হৃদয় জ্বলে মারণ তন্ত্রে
চলভাষের সচল মিনারে

হাওয়া বদল হৃদয় বদল—
অর্থনীতির বিষম চালে
ডালভাতও আর জুটছে না হে
রুটি তো নাই 'কেক' দেদার
তাই খাও না হে পেট ভরে

এক মনে সব নামতা পড়ো।
নামতা পড়ো নামতা পড়ো

কোথাও পথ নেই, নেই বনস্থলী
অনস্তিত্ব খামার ঘরবাড়ি
অসহ যন্ত্রণায় কাতর রক্তকণিকারা

শুয়ে থাকো স্বদেশ আমার
ধ্বংসকালীন অন্ধকারে।

মৌলিক আবাসে

আনকা বুকে আঘাত করে
'ব্র্যাসিলিকা'র ঘণ্টাধ্বনি
জমে থাকে অভিমান—

অনন্ত ভিখিরি

কবন্ধ পুরুষ এসে
তোমার হাত ধরেছে—
আদায় করে শরীরী রাজস্ব
অদৃশ্য হত্যার নিপুণতা

আমাদের যৌথ হাসিতেই
গড়ে উঠেছিল
আনন্দ শিবির

গাব্বু খেলার নিয়ম শিখিনি বলে
গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়েই
দিন কেটে গেল

কোদালে মেঘের রহস্য বুঝিনি বলে
খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দেখি
আপন অস্মিতা জীর্ণ
নিচোলের মতো উড়িয়ে
নেমে এল মরালীর উদ্ধত গ্রীবা।

ভালোবাসার মন্ত্রপূত বাতাসে
ফিরে চলি বিশ্বাসের মৌলিক আবাসে।

অলীক মানুষ

আত্মভুক হয়ে আছি
নিজের হাড়মাস চুষে খাই
অশরীরী কালো হাত
দীর্ঘ হতে—
দীর্ঘতর
হতে হতে
হতে হতে
খুবলে খায় আত্ম-পাঁজর

রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি
'বারবিকিউ' মশলা হয়ে
সাজিয়ে দেয় নারীমাংসের শিঙাড়া
'আ-লা-কার্তে' নর মাংসের কাবাব

এতোল বেতোল কথার বিস্তার
যুক্তি প্রতিযুক্তি
দেশজুড়ে দ্রৌপদীরা বস্ত্রহীনা
নতজানু ক্লীবতায়

ডুবো পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে
অলীক মানুষ এক
অকম্পন সত্যের সন্ধানে।

উইলফ্রেড

ভালোবেসেছিলে মানুষকে
আপীড়িত মানুষকে—
তোমার তো কোনও মিথ্যা ছিল না
ছিল দহনভূমি
অন্ধকারে ঘণ্টাধ্বনি
জীবনের।

ট্রিগারে আঙুল রাখার আগে
বৈরী বুলেটে
সমস্ত উজ্জ্বলতা ঘুমিয়ে পড়েছিল
মহাসময়ের শূন্যতায়
তোমার মা
তোমার মা সুজান তাকিয়ে থাকত
ফ্রান্সের বেলাভূমির দিকে

অশ্রুর শুকনো স্রোত ...

ফিরে এল তোমার পোশাক
ছেঁড়াখোঁড়া
পকেট বুকে
লেখা ছিল এক প্রাচ্য কবির অমোঘ বাণী
'যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নেই'
স্মৃতিপটে জেগে থাকে
মায়ের কান্নার মতো করুণ সুর।

শূন্য থেকে লক্ষ তারার ব্যাপ্তি
কোথাও নেই মৃত্যুর লেশ
কোথাও নেই জীবনহীনতার আর্তি।

দহনবেলা

কথা ছিল একসঙ্গে হেঁটে যাব অনেক দূর
অ-নে-ক-দূ-র
কতদূর?
ওই আকাশ যেখানে মিশেছে মর্ত্যসীমায়
অবান্তর প্রস্তাবনা
দিগন্ত কখনো মাটিতে নামে?
তাহলে তো ভালো
হাঁটব অনন্তর সন্ধানে।

আজ এই নির্জল দহনবেলায়
পুরোনো ছাতিম গাছটি তার বিষণ্ণ
পাতাটি ঝরিয়ে দিল
এতদিনের চেনা সুরটি
বন্ধ কারখানার ভেঁপুর মতো
হারিয়ে গেল

পৃথিবীর অজানা বিস্ময়
জড়িয়ে থাকে তোমাকে
অশালীন হিসেবি উড়ান
তোমার শরীরী দক্ষতায়।
দীর্ঘশ্বাসী শূন্যতল আছড়ে পড়ে
বিপন্ন অভিমানে
আছড়ে পড়ছে খরমুখ মাটিতে

দুয়ারে তালা, হৃদয়ে তালা
হৃদয়ে তালা, দুয়ারে তালা।

রঙ

কিছু রঙ থেকে যায়
নতজানু হৃদয় জুড়ে
নিকাশিনালার মুখে
জড়ো হয় বিবর্ণ মেহেদি
ছুড়ে ফেলা প্লাস্টিকের মতো
অথবা অজ্ঞান অন্ধকারে?

কিছু রঙ থেকে যায়
বাবুই বাসায়
কিংবা স্রোতোস্বিনী প্রবাহে।

কানাগলি
একলা ঘুপচি
জটিল কালির তরলতা

বেঁচে থাকা কিছু অর্বাচীন রঙ নিয়ে

রঙ মিলান্তি তোমার
নিটোল উঠোনে।

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডীর গল্প

ঘুমভর্তি 'ট্রলার'
ফিরছে সাগর থেকে
পেটভরা মাছ
ব্যাঙটুনি খয়রা চিতল জেলিফিশ

সবাই জানে জেলিফিশের
মেরুদণ্ড থাকে না
অ্যামিবা থেকে বড় হতে হতে
বড় হতে হতে
মাঝপথে দুমড়ে দুমড়ে থলথলে

মেরুদণ্ডীরা অবশ্য
সতর্ক সতত
অন্তহীন সামাল সামাল
মেরুদণ্ডীহীনদের
কশেরুটা এঁকেবেঁকে
গ্রামীণ পথের মতো

রঙিন ঘাগরা ওড়ে
নাচঘরে
সমাজের নজরানা
দুধেভাতে

প্রাত্যহিক দীর্ঘশ্বাসে
মেরুদণ্ডীগণ অনিশ্চিত আলপথে—
ঘোরাফেরা হতাশার বিষাদ শরীরে।

তোমাকে

বাক্স বিছানা দেরাজে রেখেছি
তোমাকে খোপে খোপে জমিয়ে রেখেছি
চিলাপোতার জঙ্গালে
চাঁদনরি মালা
পাতাঝরা গাছেদের সারারাত
উদাসী নীরব কথকতা

পাটভাঙা শাড়ি জামা
আমার বুকের ওম

বৃন্দাবন কতদূর ?

কোন খোপের অন্তরালে
গুপ্ত প্রহেলিকা
বারেবারে বদলে যাওয়া
শীত কাতরতা
বসন্ত উম্নতায়

বড়দিন

বন্ধ ঘর
গরম কেকের গন্ধ
তালা খুলে
অনির্বাণ ভেতরে ঢোকে
অজানা অন্ধকারে
নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িতে টিমটিমে
আলো, সিঁড়িটা দু'ভাগ
ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে—

বাঁদিকে উঠে কালো ফ্রেমের
বুকে প্রপিতামহ আয়না
চামচিকে আরশোলা
অনির্বাণ
জালেপড়া মাছের বিষাদে

ডানদিকে সিঁড়িটা
আলোক বর্তিকা
মৃগনাভি গন্ধে

ওটা বকুলের ঘর
আলো ঝলমল ঠিকানায়
নানান রঙের রামধনু মায়ায়

বকুল বল্কল ত্যাগ করে
ভরতনাট্যম মুদ্রায়
স্বেচ্ছামৃত্যু নেই তার চন্দন শরীরে

গরম কেকের গন্ধটা ওপার থেকেই আসছে

পূর্ণতা

অলীক উচ্চতায়
মৃত্যু লেখা থাকে
কিন্তু তুমি ?
তুমি মানেই
মৃত্যুহীনতা
তুমি মানেই
অচূর্ণ পূর্ণতা
এলোচুল স্বপ্ন
অতিজাগতিক উজ্জ্বলতা

কথা বলি
হাসি গান করি
বোকার মতন
ঢোঁক গিলি
বজ্র-বিদ্যুৎ ঝড়ঝাপটা
শব্দ ভাসে অনন্ত অক্ষরে

অলৌকিক আলোকস্তম্ভ থেকে
উঠে আসছে স্বল্পবসনা নারী
নাচছে
নেচে চলেছে
যাপন চর্যার পরিক্লেশে

মৃত্যুর হিম উপত্যকা—

তুমি জীবনের মালবকৌশিকী।

উপচক্ষু

কলম হাতে নিলেই
কীসব ভূতুড়ে কাণ্ড
অলক্ষে কারা ভিড় করে
চারপাশে— আশেপাশে
নৈরাকার অপচ্ছায়া

হাজার হাত
এগিয়ে আসে
শেকলে বাঁধে
উপচক্ষু পরিয়ে দেয় দু'চোখে

বুড়ো বটের গুঁড়ি
যেন আদ্যিকালের পিসি
মিশিঘসা দাঁতের মতন
কালোকিস্টি
পাতা ঝরার বেদনা
শরীর বেয়ে
অ-সৃষ্টির দগদগে ঘা
বকুলের ডালে বাসা বাঁধে অনাসক্তি
বাকিটা উচ্ছিষ্ট সময়ের কারুকাজ

কলমের যত রঙ শুষে নিয়ে
উড়ে গেল সৃজন পাখি
পীড়িত শ্লোকের মতন
নিভন্ত দেয়ালগিরির স্বগতসংলাপ।

মহাকালের রথে

সাদা বেনারসির জোড়
কপালে চন্দন রেখা
পাটকরা চাদর
গোড়ের মালা।
শুভ্র বেশ শুভ্র কেশ
মানিয়েছে বেশ
রাজসিক একাকিত্বে
ঘুমিয়ে রয়েছেন চিরচঞ্চল
আশির তরুণ অক্লান্ত বাউল।

'দরজা খুলুন খুলে দিন দরজা
আমরা দেখব আমরা দেখতে চাই'
উন্মাদ উদ্রাব পরুষ কণ্ঠে জনগর্জনে
ডুবে যায় মন্দ্র
পবিত্র যন্ত্রণা

কপিল গুহার অন্ধকারে বিলীন
নান্দনিক মনন
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে
সুন্দরের গান বিকৃত নটমল্লারে

তবু তো বেঁচে আছি
অসহ চোখের অসহ্য হতাশায়
আমরা খুঁজে ফিরি উজ্জ্বল
সূর্যমুখী সকাল
দাসত্বের সুবিশাল অরণ্যে।
সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেলে
কীসের দীক্ষায় রেখে গেলে আমাদের?

এখনও অচিহ্ন যুবক অক্লান্ত হেঁটে
সজীব ভাবনা খুঁটে আনে তোমার দুয়ার থেকে

বাইশে শ্রাবণ চলেছে মহাকালের পুষ্পক রথে ...

তপস্বী ও গোপিনি

জ্যোৎস্নার দুধে মাজা তার গায়ের রঙ,
গজমোতির হার তার বক্ষদেশে
মুকুতা আভরণে সেজে উঠেছে গোপকন্যা
বনপাখিরা ভুলে গেছে গান
অবাক চোখে পাতারা নিমেষহারা

নৈরঞ্জনা নদীতীরে সুনন্দন তাপস
উপবাসী উদাসীন কৃচ্ছ্রসাধনে

কোথায় ফেলে এসেছে রাজার বৈভব ?

কত-না উপাদান দিয়ে
কত যে মাধুরী মিশিয়ে
গোপকন্যা রেঁধেছে পরমান্ন—
বেজে উঠেছে তার পায়ের নূপুর
মহাসংগীত ভেসে আসছে
শঙ্খনাভি থেকে
সুর মিলিয়ে পাখিরা
গেয়ে উঠল বন্দনা-গীত।
বিস্ময়স্তব্ধ পত্রমঞ্জরির
ব্যস্ত ব্যজন অনন্ত সমীরণ গন্ধে

প্রভু গ্রহণ করলেন সেই
আত্মনিবেদন গোপকন্যার প্রণতি
অন্ধকার থেকে কৃশকায় সাধক
উঠে এলেন
বোধির আলোকতরঙ্গে
শব্দহীন

অনন্ত নক্ষত্র-জ্যোতি জীবন-বিভায়।

ভাঙনের জলধারা

ঝোড়ো বাতাস
মন খারাপের মেঘ
ঝুলে আছে
অসফল পরীক্ষার্থীর
গোমড়া মুখের মতন

আজকাল আবহবিদ দেবনাথের
অগ্রিম আভাস বেশ মিলে যাচ্ছে
কাজেই এই মেঘ মলিনতা থাকবে
থেকেই যাবে মনে হচ্ছে
বন্ধ শার্সির গা ভাসিয়ে
জলের পিঠে সওয়ার হয়ে
গলে পড়ছে মেঘ
জলের অনুসরণে
আরো জল
ওলট-পালট হাওয়ার দাপটে

হৃদয় ভাঙতে ভাঙতে
ঢুকে পড়ছে অবাধ্য
ভাঙনের জলধারা

একদিকে হৃদয়ে ক্ষরণ
অন্যদিকে মিলন বাসর

আনন্দ-গান

জানালার অন্ধকারে
বিসর্জনের বাজনা বাজে
পুরোনো আনন্দ-তরঙ্গ
বিষাদ-আবরণে দিগ্‌ভ্রষ্ট

দহন প্রবাহে দিনে দিনে
মৃত্যুর ভ্রূকুটি
জীবন ক্রমশ ম্রিয়মাণ
শ্রান্তি-বিলাসী

অভিতাপ-চিহ্ন সরে গেলে
ডেকে নিয়ো
তোমার আনন্দ-গানের
সঞ্জীবন-মঞ্চে

কমণ্ডলু ভেসে যায়

বৃত্রবন্দি অঙ্গাদেশের জলধারা
যজ্ঞধূমে রচিত হয় না মেঘের শরীর
অপাপ তাপস তার
বীজে নিষিক্ত হবে রমণী মৃত্তিকা

আহ্নিক সেরে দাঁড়িয়ে আছেন ঋত্বিক
তরুণ বেণুর মতো তাঁর কান্তি
নেপথ্য গীতবাদ্যে কামনার শব্দরূপ
যেমন সৃষ্টির আদি শিহরন

ঋকছন্দের আন্দোলনে তরঙ্গিণীর
বাহুমুল কটি গ্রীবা মার্জিত আনন
সুগন্ধি দেহ সুরভিত শ্বসন
প্রবল সংরাগে যুবতী অধর।
তাপসের ওষ্ঠে কারুকৃতি
যেন সরল কলাবৃত্তে বাঁধা

হিমবাহে অগ্নি সংলেপ
নির্ধূম হোমানলে
তীব্র শোণিত প্রবাহে
চূর্ণ হয় চেতনা— ঢেউয়ের প্রবল উদ্ভাস
অনাঘ্রাত শিল্পীর ইজেলে

কমণ্ডলু ভেসে যায় বৃষ্টিধোয়া নদীজলে ...

উপচার

যান্ত্রিক বিষাণ বাজিয়ে রথ
চলে যায় যক্ষপুরীর দিকে
ধুলো ধোঁয়ার উপহারে রিক্ত
আমাদের বহুল জীবন—
নদীস্রোত শুকিয়ে গেলে
কীভাবে শুনবে মাল্লাদের গান?

বহুতল বারান্দায় দু'চার পেগ
স্কচ অথবা ভদকা
ফুলের টবে সোডিয়াম ভেপার
চলছে বেশ
শীত সন্ধ্যায়
উষ্ণ প্রলেপ

রাজনীতি রণনীতি ভেদনীতি
এসব 'টেবলটক'
কথার কথা
কথার পিঠে কথা
উচ্চমানের ভূয়োদর্শন
বনপ্রান্তে একা বরিষ্ঠ শাল
রাজকুঠারের অপেক্ষায়

পরাহত হলে
রাজপথ জনপথ একাকার
গণতান্ত্রিক না-উপচারে

অনুধ্যান

এখন শূন্যতা ঘিরে আছে
এখন বিষণ্ণ বিকেল ঘিরে আছে
অর্থহীন স্মৃতিগুলি তিনটে ডাইনির
মতো ষড়যন্ত্র করে
পায়ে পায়ে লেপটে থাকা বিষাদ
কুকুরকুণ্ডলী শুয়ে থাকে
শূন্যজ গহ্বরে।

কিছু চুরি করা সুখের মুহূর্ত
অনুপম মাদলে বাজতে থাকে
ফোটন স্রোতের মতো
রক্ত সংবাহে

স্মৃতির গোলার্ধ জুড়ে ফেলে আসা নুপুরধ্বনি

ভাঙছে

ভাঙছে আগল
ভাঙছে বাঁধন
ভাঙছে
ভাঙছে ...

মাছরাঙা সন্ধ্যাগুলি
পার্কের পাঁজরে
খোলসের মতো
লেপটে থাকে
অদৃশ্য হ্যাঙারে
মিথুন নৈপুণ্য

এলোমেলো যৌনাচার
মিলনবিরহ নিরলংকার

প্লাস্টিক মুদ্রায় ভাসে
কার মুখ?
সে কি কাল
আমার সঙ্গে নেচেছিল
উলঙ্গ চাঁদের রাতে?

লক্ষ্যবিহীন স্রোতোধারায় ভেসে যায় কয়েকটি বেলপাতা ...

আবিল

পাতা ঝরার সময় এল।

তোমার শরীর পিশাচের
উপজীব্য করে তোলো প্রসাধনী ব্যসনে।
সন্ধ্যা নামে বস্তুবাদী মূল্যহীনতায়

তুমি তো চেনো না ক্রূর রোদ্দুর
দু'চোখে রুমাল বেঁধে
পার হতে চাও বিপন্ন সমুদ্দুর।

উৎসে যেতে ইচ্ছে করে
কনীনিকার আলোকদিশায়
মই বেয়ে ওঠার আগেই
দ্বিজিহ্ব গহ্বরে
অবরোহী অন্ধকারে

ঠিকানা তো জানা নেই
সহস্র জটিল শিকড়
কুটিল পন্নগের
এলোমেলো আচমন

ভ্রষ্ট নিশ্বাসের মলিনিমায়
জলবিম্বে আবিল মনন।

মুহূর্ত ভিক্ষায়

আকাশে আটকে
খয়াটে চাঁদ নষ্ট
মেয়েমানুষের মতো
দু'চারটি অসম্বল তারা
বাতাসে কাতর অনুগ্রহ ভিক্ষা
অবরোধহীন অরণ্য স্তব্ধতা

আস্তিনের ভেতরে রেখেছ কি
ঘাতকের বাঘনখ
নির্মম হাসির ছুরি ?

বীজ ভাঙে
ভাঙে অণুতে অণুতে
কেন যে ভাঙতে থাকে
উন্মুক্ত ইচ্ছেরা !

নিষিদ্ধ উড়ালপুলে হেঁটে যায়
কোন অলীক মানুষ
মুহূর্ত ভিক্ষায়—

লোকটা

লোকটা কেমন
উলুঝুলু
লোকটা কেমন
আলুথালু
খড়ি ওঠা ক্ষীণমাংস শরীর

উলুঝুলু
আলুথালু
লোকটা তো
ভালোবাসা খুঁজতে বেরিয়েছিল
শুনেছিল প্রজাপতির ডানায়
ভালোবাসা গচ্ছিত থাকে
দেখেছে
শুধু রামধনু মায়া
উড়তে উড়তে উড়তে
আনমনা ফাঁকির দেশে

লোকটা
বাতাস হতে চেয়েছিল
গন্ধবিধুর সমীরণ
প্রেমিকার বানডাকা চুলে
নারীর বোতামখোলা বুকে

বিবাগি গোধূলির রাগিণী
'এল ই ডি'র রূপচ্ছটায় তাল তাল
মাংস বাকলহীন জীবনচুক্তি

শর্তাবলি প্রযোজ্য

নিঃসঙ্গ সফর

মোমের অনামি বাতি
জ্বলতে থাকে
জ্বলতে জ্বলতে
পুড়তে পুড়তে
হৃদয় কোথায়
যে হারিয়ে যায়
দার্শনিক উচ্চারণে

শরীরী ছাতায় আশ্রয় খোঁজে
নোনা ইট অসফল বাণিজ্যতরি
রঙগুলো মৌলিক রসায়ন ভুলে
বীভৎস পটচিত্রে
ক্রম অন্ধকারে
অজানা সাফারি

কোথায় যে যায়
ভালোবাসা
নিঃসঙ্গ সফরে

ভিক্ষা

মহেশ্বর চলেছেন ভিক্ষায়
শাঁখারির বেশে
অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার খোঁজে
কোথায় অন্ন হা-অন্ন

অন্নপূর্ণা আজ
বহুতল অন্ধকারে
ঝমর ঝমর ডলার বাজিয়ে
সালংকারা
নগরবন্দিতা

ভিক্ষে কোথায় হে ভোলানাথ
জন্মভিখারি আমরা
এক মুঠো
চালের আশায়
আকাশমুখো
জীবাশ্ম গ্রামের কিনারায়

ডম্বরু বাজাও নির্ভীক
শ্মশানচারী
ত্রিশূলটা ধরো যুতসই
লক্ষ্যভেদী

এখন সব কিছুই
সব কিছু
অনিশ্চিত হয়ে আছে
ভিক্ষাও।

আলোয় ফেরা

ঝুপ ঝুপ অন্ধকার
তোমাকে ঘিরে
অদৃশ্য দেয়াল
তোমাকে ঘিরে
আশ্চর্য আঁধার
তোমার আঁচলে

জানালায় বাতাস ছিল
রাত-বাতাসে সুবাস ছিল
নিশি পাওয়া আকাশে ছিল
রুপোর দেয়ালা
বারোয়ারি নক্ষত্র আলপনা

দিন মাস বছর পেরিয়ে
কৃপণ অন্ধকার এড়িয়ে
শুরু হল কানাকানি
তারাদের জানাজানি

আমাদের চিহ্নিত আলোয় ফেরা

ভাবনা

আমার সবই আছে
যদিও আমার কিছু নেই
আমার কিছুই নেই
অথচ আমি কিছু চাই না

এমন কোনও কিছু
চাওয়া হচ্ছে না
যা কিনা আগে কখনো
চাওয়া হয়নি

এমন কোনও কথা
এখন বলা হচ্ছে না
যা কিনা আগে
কখনো বলা হয়নি

সময় গড়িয়ে চলে
সময়
অতীত এবং বর্তমান
গড়িয়ে চলে

সময়
নিহিত
অনির্দেশ ভবিষ্যের মহাকালে

বকুলকে লেখা চিঠি

ঘুমের মধ্যে
দমকলের শব্দ
অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি
শ্লথ হয়ে
শ্লথ হয়ে আসে
বোধবুদ্ধি

স্মৃতির কৌটো খুলে অসীম
ঐশ্বর্যের খোঁজে
দিশাহীন
পর্যটন তোমাকেই ঘিরে
রোদ বৃষ্টি ঝড়
প্রতারক গলিপথ
নিরেট নিঝুম গতিহীন

ঘণ্টা বাজে
ঘণ্টা বাজে
ঘণ্টা বেজে চলে
অচিহ্ন বোধহীনতায়

বকুল, শীতরাত্রি শেষ হবে
কোন জাদুপ্রভাতে ?

সোজা কথা

একলা নয় দল বেঁধে চলুন
লাইনটা বেঁকে যাচ্ছে
সোজা করুন সোজা রাখুন

সুর বাঁধতে শেখেননি এখনো ?
একই সুরে গান ধরুন
একই তালে পা ফেলুন

খাবেন-দাবেন তালি বাজাবেন
এখানে ওখানে জুতসই
ধরতাই
তাল বুঝে—

আদুরে মাদুর পাতা
পথের পাশে
হাত বদলাল ভালোবাসা
এলোমেলো মেঘের অনাচারে

সোজা থাকা কি সোজা কথা কত্তাবাবা !

একলা নারী

রাইকিশোরী		রাইকিশোরী
দিনের শেষে		বাজছে বাঁশি
রাইকিশোরী		রাইকিশোরী
তমাল তলে		মৃদুল সুরে
রাইকিশোরী		রাইকিশোরী
যমুনা তীরে		সব হারিয়ে
কোথায় যাবি		মন-বন্ধকি?

রাইকিশোরী
সমঝে চলো
রাতের বাসে
পাতালরেলে
ভোরের মাঠে
পুকুর পাড়ে
কিংবা ধরো
বসার ঘরে

এই বিপিনে		রাইকিশোরী
জীবনপথে		একলা নারী
হারিয়ে গেছে		তোর পৃথিবী।

আলোছায়ে

তখন আমি
চাষের জমি
সকাল থেকে সন্ধে
বলদের পায়ে পায়ে

তখন তুমি
হাতা খুন্তি
খোঁটায় বাঁধা
হাঁফ ধরানো দীর্ঘশ্বাসে

তখন আমি
শুকনো বাগান
কয়লা খাদান
খুঁটে খাই
দয়াছেঁড়া দানাপানি

তখন তুমি
হাপিত্যেশ
খয়াটে রূপে
আতেলা কেশ

দুটো দ্বীপ
এক হয়ে যায়
রূপসা নদীর আলোছায়ে

যৌথ স্নান সারি
নিঃশর্ত সমর্পণে
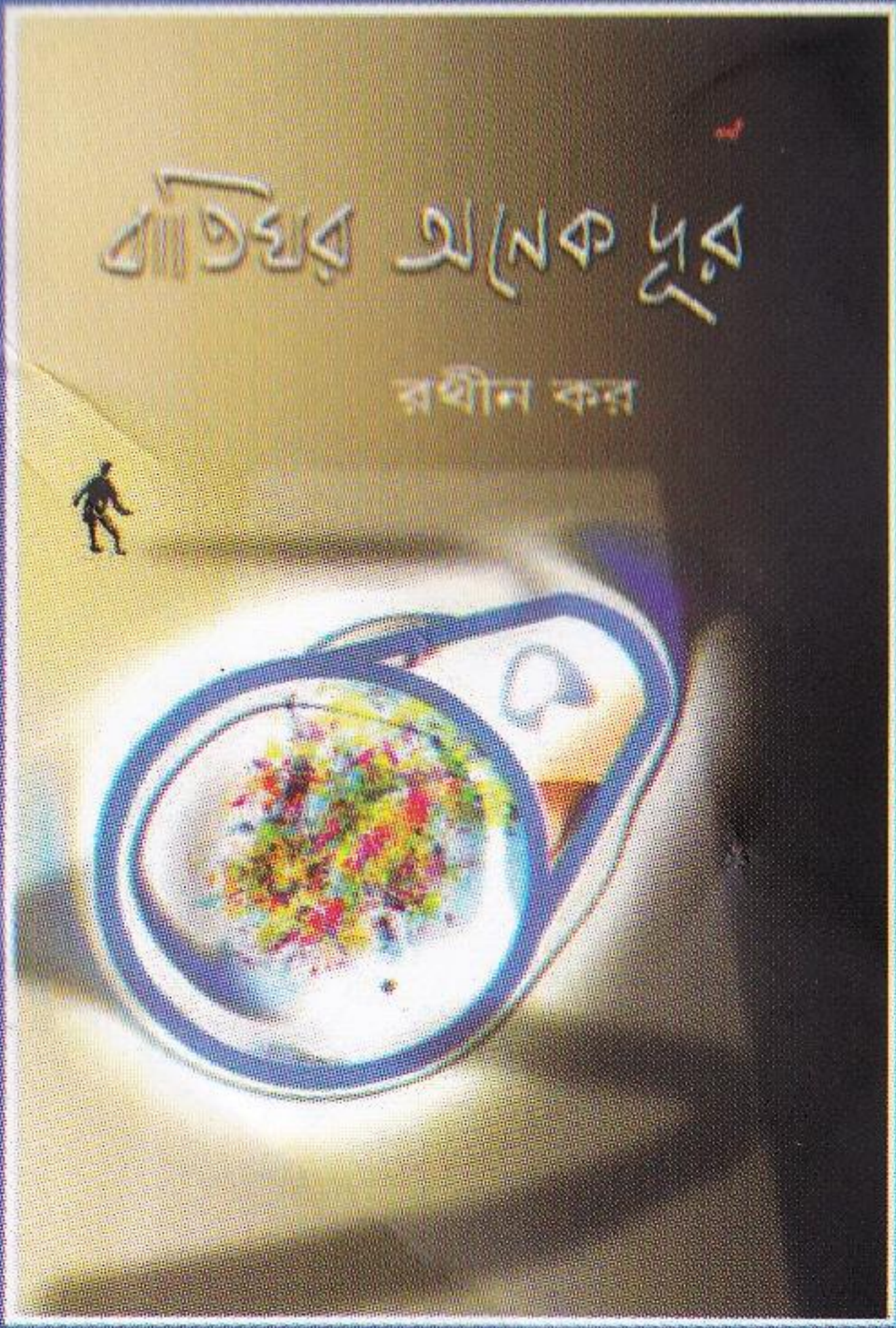
কবির সঙ্গে যোগাযোগ
৯৪৩৩০০৮৯৭৩
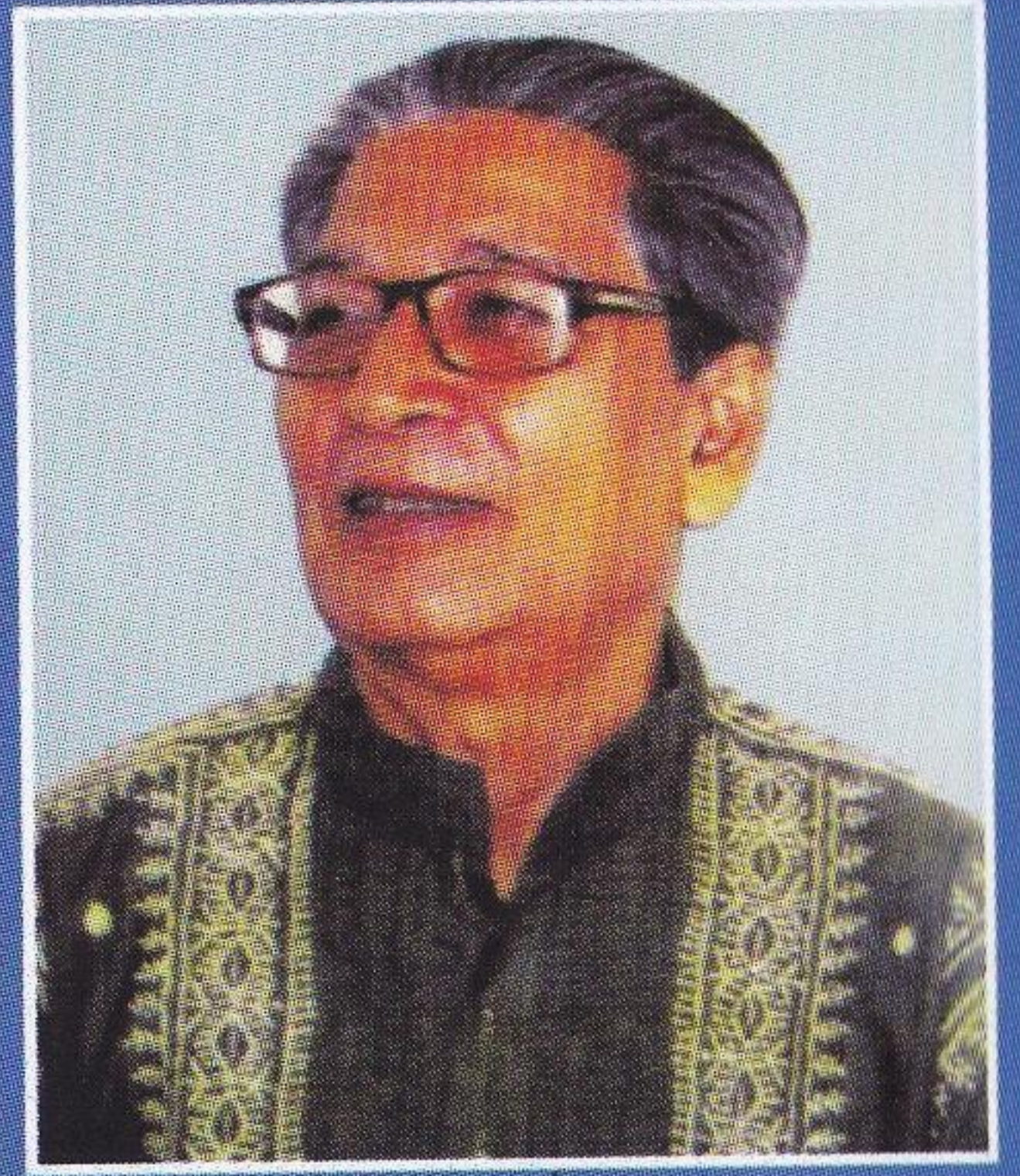
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে আই. এ. এস. আধিকারিক হয়ে বহু বিচিত্র পথের পথিক কবি রথীন কর। এযাবৎ প্রকাশিত ১১টি কাব্যসংকলন ও দুটি প্রবন্ধ সংকলনের রচয়িতা রথীন করের এই কাব্যসংকলনটিও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মেধাজারিত উচ্চারণে সমৃদ্ধ। গ্রন্থিত কবিতা সমূহে পরিস্ফুট প্রেমের কোমল অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, বিরহজনিত বিষাদ, অপুষ্পক সময়ের বেদনা এবং স্বদেশ ও সমাজ চেতনা। আবার কোথাও কোথাও সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিপ্রতীপে প্রতিবাদে সোচ্চার তাঁর কবিতা। শব্দবন্ধের স্বকীয়তা, ছন্দের নৈপুণ্য, বিষয়বৈচিত্র্য এবং হৃদয়স্পর্শী আন্তরিকতায় উজ্জ্বল তাঁর কবিতার শরীরে অকারণ উচ্ছ্বাস বা আবেগের আতিশয্য নেই, আছে এক সংবেদনশীল অনুভাবী কবিসত্তার উন্মোচন, যা তন্নিষ্ঠ পাঠককে আনন্দ দেবে।